দায়িত্বশীল ব্যবসা

আন্তর্জাতিক দলিলসমূহ থেকে মূল বার্তা

United Nations Human Rights
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

OECD
BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

EUROPEAN UNION

International Labour Organization

দায়িত্বশীল ব্যবসা সকলের ব্যবসা

ব্যবসা হলো অর্থনীতির ইঞ্জিন। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি ও পণ্যের বিধান এবং সেবার মাধ্যমে ব্যবসা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে। একই সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম মানুষ, পরিবেশ ও সমাজের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। ব্যবসায়ের অবস্থান, আকার, খাত, পরিচালনার প্রেক্ষাপট, মালিকানা এবং কাঠামো যাই হোক না কেন, সব ধরনের ব্যবসা দায়িত্বশীলতার সাথে পরিচালিত হওয়া উচিত, এবং সরবরাহ চেইন ও অন্যান্য ব্যবসায়িক আন্তঃসম্পর্ক সংশ্লিষ্ট ব্যবসা পরিচালনা, পণ্য অথবা সেবায় জড়িত ঝুঁকির প্রভাব চিহ্নিত ও মোকাবেলা করা উচিত। বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছাসেবী পদক্ষেপের সুন্দর সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারের উচিত দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণকে উৎসাহিত করা, এবং দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক অনুশীলনে সহায়ক উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে সহযোগিতা করা।

টেকসই উন্নয়নে ব্যবসায়ের ইতিবাচক অবদানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং নেতিবাচক প্রভাবকে দূর করা ও মোকাবেলা করতে সহযোগিতার জন্য, **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি) এবং জাতিসংঘ (ইউএন) বেশকিছু দলিল প্রণয়ন করেছে যাতে দায়িত্বশীল ব্যবসার গাইডলাইন প্রদান করা হয়েছে।** এসব দলিলে বলা হয়েছে যে, সকল কোম্পানীর দায়িত্ব হচ্ছে সরবরাহ চেইনসহ তারা যে ব্যবসার সাথে জড়িত তার ক্ষতিকর প্রভাব এড়িয়ে চলা এবং মোকাবেলা করা, একই সাথে তারা যেসব দেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে সেদেশগুলোর অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক অবদান রাখা। এভাবে ভাল কাজের এমন আশাবাদ আইনি বাধ্যবাধকতাকেও ছাড়িয়ে যায়। একই সাথে, দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক অনুশীলন কোম্পানীর কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি করে এবং অধিক দক্ষতার সাথে ঝুঁকি মোকাবেলার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনায় ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে এবং অন্যান্য সুবিধার পাশাপাশি কর্পোরেট সুনাম বৃদ্ধি করতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অবদান রাখার জন্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কর্পোরেট দায়িত্বশীলতার মানদন্ড বাস্তবায়ন করা জরুরি হয়ে দাড়িয়েছে। অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা এবং উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখার মাধ্যমে, একই সাথে মানুষ, পরিবেশ ও সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব কার্যকরভাবে এড়িয়ে এবং মোকাবেলা করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবসা একটি শক্তিশালী চালিকা হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান ও সরবরাহ চেইনে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা জুড়ে বৃহৎ পরিসরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। পরিচালনাগত প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, ব্যবসায়ের মূলে ও বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে একীভূত করা একটি বাস্তবসম্মত ও শক্তিশালী পদ্ধতি।

আন্তর্জাতিক দলিলসমূহ

দায়িত্বশীল ব্যবসার জন্য তিনটি মূল দলিল মূখ্য রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এবং সেখানে কোম্পানীগুলো কিভাবে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করবে তার নির্দেশিকা রয়েছে। তিনটি দলিল হলো: বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক নীতিমালার মূলনীতি বিষয়ক ত্রিপাক্ষিক ঘোষণা (আইএলও এমএনই ঘোষণা), বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ওইসিডি গাইডলাইন (ওইসিডি এমএনই গাইডলাইন), এবং ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের গাইডিং প্রিন্সিপালস (জাতিসংঘ গাইডিং প্রিন্সিপালস)। এগুলো পরস্পর সংযুক্ত এবং একে অন্যের পরিপূরক।

▶ *বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক নীতিমালার মূলনীতি বিষয়ক ত্রিপাক্ষিক ঘোষণা* কোম্পানীসমূহ কর্তৃক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান এবং ব্যবসা পরিচালনায় ক্ষেত্রে সমস্যা কমানো ও সমাধান বিষয়ে গাইডলাইন প্রদান করে। ব্যবসা সংশ্লিষ্ট আলোচিত নীতিসমূহে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য ভাল অনুশীলনসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। আইএলও এমএনই ঘোষণার মাধ্যমে সরকারের পাশাপাশি মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রতি নীতি-নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে, যারা মূলত দায়িত্বশীল ব্যবস্থা সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় ও পৃথক পৃথক ভূমিকা পালন করে। কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, জীবন ও কর্ম পরিবেশ, এবং শিল্প সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট এর সুপারিশসমূহ আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ডের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত, যার মধ্যে রয়েছে মৌলিক নীতিমালা এবং কর্মক্ষেত্রে অধিকার সম্পর্কিত আইএলও ঘোষণা (১৯৯৮) যাতে জবরদস্তিমূলক শ্রম, শিশু শ্রম, বৈষম্যহীনতা এবং সংগঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির বিষয় আলোচিত হয়েছে। (ILO MNE) আইএলও এমএনই ঘোষণা ২০১৭ সালে সর্বশেষ বারের মত হালনাগাদ করা হয়েছে এবং নতুন শ্রম মানদন্ড এবং নীতি ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন যেমন জাতিসংঘের গাইডিং নীতিমালা এবং টেকসই উন্নয়নের ২০৩০ এজেন্ডার সাথে সুস্পষ্ট রেফারেন্স প্রদান করা হয়েছে।

▶ *বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ওইসিডি গাইডলাইন* হলো কিভাবে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করা যায় এ নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের জন্য সুপারিশমালা। এই গাইডলাইনে শ্রম ও মানবাধিকার ইস্যু, পরিবেশ, প্রকাশ (ডিসক্লোজার), ঘুষ, ভোক্তা স্বার্থ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রতিযোগিতা এবং ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়সহ ব্যবসায়ের সকল দায়িত্বশীলতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গাইডলাইন ১৯৭৬ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং জাতিসংঘের গাইডিং প্রিন্সিপালস এর সাথে সমন্বয় করে মানবাধিকার নিয়ে একটি অধ্যায় যোগ করে ২০১১ সালে সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে। চাকুরী ও শ্রম সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট অধ্যায়কে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শ্রম মানদন্ডের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে। এই গাইডলাইনে আরো একটি অনন্য অ-বিচারিক অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে: ন্যাশনাল কন্ট্যাক্ট পয়েন্টস (এনসিপি)। ওইসিডি ওয়ার্কিং পার্টি অন রেসপনসিবল বিজনেস কন্ডাক্ট এই গাইডলাইন মেনে চলতে সরকারসমূহকে একত্রিত করেছে, যার সংখ্যা বর্তমানে ৪৮- যাদের কাজ হলো ওইসিডি এমএনই গাইডলাইনস এবং আরবিসি নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।

▶ *জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত গাইডিং প্রিন্সিপালস* ব্যবসা সংক্রান্ত মানবাধিকারের ক্ষতিকর প্রভাব এড়িয়ে চলা ও মোকাবেলার ওপরে গুরুত্বারোপ করে। মূলত তিনটি ভিত্তির ওপর এরা দাড়িয়ে আছে: ১) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, ২) মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন দায়িত্ব, অর্থাৎ তাদের উচিত অন্যের মানবাধিকার লঙ্ঘন না করা এবং তারা যেসব বিষয়ের সাথে জড়িত তার মাধ্যমে মানবাধিকারের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করা, এবং ৩) ব্যবসা সম্পর্কিত কার্যক্রম দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য কার্যকর প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিগম্যতার সুযোগ থাকা। এই নীতিগুলো জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক ২০১১ সালে সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ হাই কমিশনারের অফিস (ওএইচসিএইচআর) এবং ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ (জাতিসংঘ ওয়ার্কিং গ্রুপ) এই উভয় প্রতিষ্ঠানকে জাতিসংঘের গাইডিং প্রিন্সিপালস এর প্রসার ঘটানো এবং তার বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকারের ইস্যু, খাত এবং পরিচালকের ধরন অনুযায়ী আসলে বাস্তবিক অর্থে এই নীতিমালার মানে কি দাঁড়ায়।

সিএসআর, আরবিসি এবং বিএইচআর: অনুবাদে হারিয়েছে?

অনেক ব্যবসায়ী, সরকার এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছে 'কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর)' পরিভাষা বেশ পরিচিত, যা ঐতিহাসিকভাবে সমাজের সাথে ব্যবসায়ের মিথস্ক্রিয়া বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

গত কয়েক বছরে, আরবিসি এবং বিএইচআর এর পাশাপাশি সিএসআর অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে, আবার অনেকেই এই পরিভাষাগুলোকে পরস্পর বিনিময়যোগ্য হিসেবে ব্যবহার করছেন (যেমন, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন)। এই প্রত্যয়গুলো কিভাবে একে অপরের সাথে জড়িত?

এই সবগুলোই এই প্রত্যাশা প্রতিফলিত করে যে, ব্যবসায়ের উচিত মানুষ, গ্রহ এবং সমাজের ওপর তাদের পরিচালনা ও সরবরাহ চেইনের প্রভাব বিবেচনা করা, আর একে বিবেচনা করতে হবে ব্যবসার মৌলিক বিনিময় হিসাবে, আলাদা অতিরিক্ত কোন বিনিময় হিসেবে নয়। যার মধ্যে রয়েছে পরিবেশগত এবং সামাজিক নেতিবচাক প্রভাব পরিহার এবং মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা। সিএসআর, আরবিসি এবং বিএইচআর এর একটি মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই সবগুলোই কর্পোরেট আচরণকে শুধুমাত্র দেশীয় আইন মেনে চলার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না, বরং ব্যবসাকে টেকসই উন্নয়নের ইতিবাচক অবদান রাখতে আহ্বান জানায় এবং পাশাপাশি তাদের কার্যক্রমের ফলশ্রুতি থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি ও প্রভাব ব্যবস্থাপনার ওপর জোড় দেয়। এই ধারনাগুলোকে দানশীলতার/ ফিলানথ্রোপি সমতূল্য হিসেবে বুঝা উচিত হবে না।

একটি সুসঙ্গত পন্থা

আইএলও, ওইসিডি এবং জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত এই দলিলসমূহ দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের বৈশ্বিক প্রত্যাশা ঠিক করে দিয়েছে, এবং এগুলো পরস্পর সংযুক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক। প্রতিটি সংস্থা তার ক্ষমতার পরিধি ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব মান-সংযোজন করে: আইএলও এর ত্রিপাক্ষিক কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ডের ওপর এর কর্তৃত্ব দ্বারা, ওইসিডি এর আরবিসি'র প্রতি বিস্তৃত পন্থা এবং অর্থনৈতিক নীতির সাথে সংযোগ ঘটিয়ে; এবং ওএইচসিএইচআর এবং জাতিসংঘ ওয়ার্কিং গ্রুপ ব্যবসা ও মানবাধিকারের ওপর তাদের অভিজ্ঞতা এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার কর্তৃত্ব দ্বারা। মূল সাধারণ উপাদানগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

সকল কোম্পানীর জন্য ফ্রেমওয়ার্ক

আন্তর্জাতিক কর্পোরেট দায়িত্বশীলতার মানদন্ড এই প্রত্যাশা নির্ধারণ করেছে যে, সকল কোম্পানী- তাদের ব্যবসায়ের আকার, খাত, পরিচালনার প্রেক্ষাপট, মালিকানা এবং কাঠামো যাই হোক না কেন- ব্যবসা পরিচালনায় জড়িত ঝুঁকির প্রভাব এড়িয়ে চলবে ও মোকাবেলা করবে, এবং তারা যেসব দেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে সে দেশগুলোর টেকসই উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

প্রভাব সম্পর্কে একই ধরনের বোঝাপড়া

এই দলিলসমূহ ঠিক করে দিচ্ছে যে, ব্যবসায়িক কাজের প্রভাবকে শুধুমাত্র কোম্পানীর ওপর এর প্রভাবকে বুঝাবে না, বরং এর বাইরে গিয়ে শ্রম অধিকার, পরিবেশ ও সমাজসহ মানবাধিকারের ওপরে ব্যবসার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবকে বুঝতে হবে। এই দলিল সমূহ একটা কমন বোঝাপড়া প্রতিষ্ঠা করে যে, প্রতিষ্ঠান সমূহ বিভিন্ন কিছুর কারণ হতে পারে, অবদান রাখতে পারে, অথবা ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে সরাসরি জড়িত থাকতে পারে (পরিচালনা, পণ্য অথবা ব্যবসা সম্পর্কে সেবার মাধ্যমে), এবং এই দলিল সমূহ কিভাবে সেটা এড়ানো যায় সেই বিষয়ে একটা ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করে।

ডিউ-ডিলিজেন্স (কাণ্ডজ্ঞান) প্রয়োগ

ব্যবসায়ের উচিত তাদের আসল ও সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব শনাক্ত, দূরীভূত এবং কমানোর জন্য চেষ্টা করা এবং এসব প্রভাব মোকাবেলার ব্যাপারে জবাবদিহি করা। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে অর্থবহ আলোচনা এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। শ্রম আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শ্রমিক সংগঠনগুলোর সাথে পরামর্শ করাও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোম্পানীসমূহকে তাদের কাজের প্রভাব বুঝতে সাহায্য করার মাধ্যমে এবং ডিউ ডিলিজেন্সকে কেন্দ্র করে তাদের নিকট প্রত্যাশা রেখে, এইসব আন্তর্জাতিক দলিল কোম্পানীগুলোকে তারা যে দায়িত্বশীল আচরণ করছে তা জানতে এবং দেখাতে নির্দেশিকা প্রদান করে।

সরবরাহ চেইনের পুরোটা জুড়ে দায়িত্বশীলতা

দায়িত্বশীল ব্যবসা শুধুমাত্র একটি কোম্পানীর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব অথবা তার নিজস্ব কার্যক্রমের দ্বারা অবদান রাখাকেই আওতাভুক্ত করে না, বরং এর ব্যবসায়িক সম্পর্কে মাধ্যমে ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, পণ্য অথবা সেবার সাথে সরাসরি জড়িত বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এদের মধ্যে রয়েছে: ব্যবসায়িক অংশীদার, মূল্য চেইনের সাথে জড়িত স্বত্তা যেমন সাবসিডিয়ারি, সরবরাহকারী, ফ্রাঞ্চাইজি, লাইসেন্সগ্রতীতা, যৌথ উদোক্তা, বিনিয়োগকারী, মক্কেল, ঠিকাদার, গ্রাহক, পরামর্শক, অর্থ, আইন ও অন্যান্য উপদেষ্টা এবং অন্য যে কোন অ-রাষ্ট্রিক বা রাষ্ট্রের স্বত্ত্বা।

প্রতিকারে অভিগম্যতা

এইসব ব্যবসা সংক্রান্ত নেতিবাচক প্রভাব থেকে সুরক্ষা প্রদানের অংশ হিসেবে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো বিচারিক, প্রশাসনিক, সংসদীয় এবং অন্যান্য যথাযথ পদ্ধতিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা যে, যখনই রাষ্ট্রের সীমানা বা অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোন অনিয়ম ঘটে, তখন যেন ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের কার্যকর প্রতিকারে অভিগম্যতা থাকে। এর অতিরিক্ত হিসেবে, যেখানে কোম্পানী নিজেরাই শনাক্ত করেছে যে, নেতিবাচক প্রভাব তাদের কারণেই ঘটেছে বা তারা এর পিছনে অবদান রেখেছে, তাদের উচিত প্রতিকার প্রদানের মাধ্যমে বিষয়গুলোর সুরাহা করা, এবং কোম্পানী কর্তৃক এই প্রতিকার প্রদান করা বা প্রতিকার প্রক্রিয়ায় অবদান রাখা আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমেই হওয়া উচিত।

কার্যকর বাস্তবায়ন

এইসব আন্তর্জাতিক দলিলসমূহ বাস্তবায়নে এবং দায়িত্বশীল ব্যবসা পরিচালনার অগ্রগতি সাধনে সরকার, প্রতিষ্ঠান, সামাজিক অংশীদার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার সকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আছে। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণ, পরিবেশ ও সমাজকে সুরক্ষা প্রদান করা। এগুলো অর্জনের জন্য সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণকে উৎসাহিত, সহায়তা ও সহযোগিতা করে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা গ্রহণ করা এবং তার বাস্তবায়ন করা। প্রতিষ্ঠানের উচিত ক্ষতি এড়াতে এবং মোকাবেলা করতে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করা। তাদের উচিত নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের পদ্ধতি ব্যবহার করা এবং তাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের জন্য সুস্পষ্ট প্রত্যাশা ঠিক করে দেয়া এবং দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের জন্য আন্তর্জাতিক প্রত্যাশা পূরণ করা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সরকার ও কোম্পানী উভয়ে তারা তাদের কাজের প্রভাবকে কিভাবে মোকাবেলা করবে এবং মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলো এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার যেমন সুশীল সমাজ, মানবাধিকার কর্মী ও কমিউনিটি সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবে কিভাবে শোভন কাজ ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান অর্জন করবে সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রত্যক্ষভাবে জানানো উচিত।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার কর্তৃক এইসব আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বিভিন্ন পন্থায় সাহায্য ও নির্দেশিকা প্রদান করে।

১ আইএলও এমএনই ঘোষণায় বেশ কিছু প্রয়োগিক উপকরণ রয়েছে। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে, আইএলও হেল্পডেস্ক ফর বিজনেজ হচ্ছে একটি সেবা যা বিনামূল্যে ও গোপনীয়তা বজায় রেখে প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে আইএলএ এমএনই ঘোষণায় আলোচিত ব্যবসায়িক নীতি সম্পর্কে সহায়তা দেওয়া হয়। আইএলও'র কোম্পানী ও ইউনিয়ন সংলাপ সেবা কোম্পানী এবং ইউনিয়নকে স্বেচ্ছায় একত্রে সমবেত হয়ে পারস্পরিক ইস্যু নিয়ে আলোচনার জায়গা প্রদান করে। জাতীয় পর্যায়ে, আইএলও সংলাপ ফ্লাটফর্ম আয়োজনে সহায়তার মাধ্যমে জাতীয় অংশীদারদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে, এই সংলাপ সরকার এবং মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোকে সমবেত করে এবং শোভন কাজের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করে তা মোকাবেলায় যৌথ প্রদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে। হোম ও হোস্ট দেশগুলোর মধ্যে আয়োজিত সংলাপ বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে শোভন কাজের অগ্রগতিতে আইএলও এমএনই-এর সবর অংশীদারিত্ব প্রকাশ করে। আইএলও এমএনই ঘোষণার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় নিযুক্ত জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে, আইএলও এমএনই ঘোষণা কিভাবে প্রয়োগ করা হলো তা নিয়ে সরকার ও সামাজিক অংশীদার কর্তৃক শনাক্তকৃত আঞ্চলিক বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ ট্রেন্ড এবং ইস্যু নিয়ে আইএলও প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। আইএলও তার আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (আইটিসি-আইএও) মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের মাত্রার ওপর বিভিন্ন পরিসরের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করে।

২ সকল সরকার যারা ওইসিডি এমএনই গাইডলাইন মেনে চলার অঙ্গীকার করেছে তারা একটি জাতীয় কন্টাক্ট পয়েন্ট (এনসিপি) প্রতিষ্ঠা করবে যার কাজ হচ্ছে আরবিসি প্রমোট করা ও বিচারিক প্রক্রিয়ার বাইরে মামলা ("বিশেষ ঘটনা" হিসেবে অভিহিত) নিষ্পত্তি করা। এনসিডি ১০০ এর বেশি দেশ ও অধিক্ষেত্রে কোম্পানীর পরিচালনা সংক্রান্তে ৪৫০টির বেশি মামলা প্রাপ্ত হয়েছে। তারা পরিবেশ, মানবাধিকার ও বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে শ্রম অধিকারে কোম্পানীর প্রভাব সম্পর্কিত বিস্তৃত পরিসরের অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে। বিভিন্ন খাতে পরিচালনারত কোম্পানীকে আরবিসি ঝুঁকি সম্পর্কে বুঝাতে ও মোকাবেলা করতে সহায়তার অংশ হিসেবে ওইসিডি বেশ কিছু দলিল প্রণয়ন করেছে যাতে ডিউ ডিলিজেন্স নিয়ে গাইডলাইন দেওয়া আছে। বহু-স্টেকহোল্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (আইএলও এবং ওএইচসিএইচআর সহ) ওইসিডি ডিউ ডিলিজেন্স গাইডলাইন দলিলগুলো প্রণীত হয়েছে এবং অনেক দেশের আইনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ, পিয়ার লার্নিং এবং নীতি উপদেশের মাধ্যমে ওইসিডি সরকার ও কোম্পানীকে তাদের সহায়তা প্রদান করে। দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ সম্পর্কিত বৈশ্বিক ফোরাম দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিতর্কে সরকার, ব্যবসা, ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ এবং একাডেমিয়া থেকে স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে।

৩ ওএইচসিএইচআর এবং জাতিসংঘ ওয়ার্কিং গ্রুপ জাতিসংঘ গাইডিং প্রিন্সিপালস বাস্তবায়নের পদ্ধতির নির্দেশিকা প্রদান করে এবং এবিষয়ে রাষ্ট্র, কোম্পানী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সংলাপে একত্রিত করে। উদাহরণ স্বরূপ, ওএইচসিএইচআর জাতিসংঘ গাইডিং প্রিন্সিপালস এর সাথে সমন্বিত নীতি ও প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়কে সহযোগিতার জন্য বাস্তব-সম্মত কর্মশালার আয়োজন করে। কোম্পানীগুলো কিভাবে তাদের ব্যবসায়িক অনুশীলনের অংশ হিসেবে মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স প্রয়োগ করে এবং সরকারগুলো কিভাবে ব্যবসা-সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদানে এবং জাতিসংঘ গাইডিং প্রিন্সিপালস সাথে সমন্বয় করে দায়িত্বশীল ব্যবসা বিস্তারে তাদের দায়িত্ব পালন করছে, সেই বিষয়ে জাতিসংঘ ওয়ার্কিং গ্রুপ নিয়মিত সমীক্ষা পরিচালনা করে। ওএইচসিএইচআর এবং জাতিসংঘ ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ ফোরাম, প্রতিবছর এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ, ভাল অনুশীলন এবং প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করে। ব্যবসা-সম্পর্কিত মানবাধিকার অপব্যবহারের মামলাগুলোতে কিভাবে জবাবদিহিতা এবং প্রতিকারে অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা যায় এবিষয়ে ওএইচসিএইচআর একটি প্রকল্প পরিচালনা করছে।

জাতিসংঘ গাইডিং প্রিন্সিপালস এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলের সাথে সমন্বয় করে উন্নয়ন করা এবং সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সরকারের জন্য **ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা** একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হিসেবে কাজ করছে। যেহেতু সরকারের অনেক ক্ষেত্রে আরবিসি সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন, নীতিমালা ও অনুশীলন থাকে, সেহেতু জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা এক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে পারে যে সকল সরকারি খাতগুলো আরবিসি-কে তাদের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সমন্বিত পদ্ধতিতে কাজ করছে। কোম্পানী, সামাজিক অংশীদার ও সুশীল সমাজসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সংলাপে জড়িত করতে সরকারের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে কাজ করেছে। রাষ্ট্রকে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে, যেমন অর্থনৈতিক এ্যাক্টর হিসেবে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে, মানদন্ড বাস্তবায়নে এগুলো পন্থা অবলম্বনে সাহায্য করে। কিছু কিছু দেশে এই অনুশীলনের ফলে নতুন বিধি-বিধান ও নীতি প্রণীত হয়েছে। কিছু কিছু জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ব্যবসা ও মানবাধিকারের প্রত্যয়ের বাইরেও প্রসারিত হয়েছে, কেননা সেখানে পরিবেশ, মানবাধিকার অথবা দায়িত্বশীল ব্যবসাকে আরো সাধারণভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দায়িত্বশীল ব্যবসায়ের জন্য শক্তি সঞ্চার

আইএলও, ওইসিডি এবং ওএইচসিএইচআর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুসঙ্গত পদ্ধতিতে দায়িত্বশীল ব্যবসার কার্যক্রম গ্রহণে সরকার, কোম্পানী, সুশীল সমাজ, এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাহায্য করতে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় শক্তিশালী করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং দেশে দেশে বৈশ্বিক ব্যবসা পরিচালনায় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিকারী প্রত্যাশার বিস্তার এড়াতে সংঘবদ্ধতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তিনটি সংস্থা এভাবে তাদের দলিলসমুহ ও প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সমন্বয় নিশ্চিত করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। প্রতিটা দলিল অন্যান্য দলিলের সাথে সম্পর্কিত এবং একে অপরের সংযোজিত মূল্যের ওপর ভিত্তি স্থাপিত। যেমন জাতিসংঘ গাইডিং প্রিন্সিপালসে নির্ধারিত ডিউ ডিলিজেন্স এপ্রোচ পরবর্তীতে ওইসিডি এমএনই গাইডলাইন্স এবং আইএলও এমএনই গাইডলাইন্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি, ওইসিডি ডিউ ডিলিজেন্স গাইডলাইন্স ফর রেসপনসিবল বিজনেস কনডাক্ট দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ সম্পর্কে একটি কমন বোঝাপড়া প্রদান করেছে। আইএলও এবং ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ ওয়ার্কিং গ্রুপ উভয়েই এই গাইডলাইন প্রচার ও উন্নয়নে কাজ করছে। ২০১৮ সালে *জাতিসংঘ সাধারণ আধিবেশনে প্রেরিত জাতিসংঘ ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিবেদনে এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়*, যাতে মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলোক দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।

এই সংস্থাগুলো কারিগরি উপদেশ প্রদান এবং দেশীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন তরান্বিত করতে যৌথভাবে শক্তি সঞ্চার করেছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সহযোগিতায় এর অংশীদারী দলিলের মাধ্যমে এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে তারা প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল ব্যবসার উন্নয়নে কাজ করছে। এশিয়ায় বাস্তবায়িত প্রকল্প আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের সাথে সমন্বয় রেখে ব্যবসা কর্তৃক মানবাধিকার, শ্রম ও পরিবেশগত মানদন্ডের প্রতি বর্ধিত শ্রদ্ধার লক্ষ্যে *দায়িত্বশীল সরবরাহ চেইন* এর উন্নয়নে কাজ করছে। এই প্রকল্প আরো দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণে সহায়ক পরিবেশ নীতি এবং সংলাপের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করছে। ল্যাটিন আমেরিকায় বাস্তবায়িত প্রকল্প জাতীয় কর্মপরিকল্পনার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা, ডিউ ডিলিজেন্স উন্নয়ন এবং দায়িত্বশীল ব্যবসা সম্পর্কিত ভাল অনুশীলন ভাগাভাগির মাধ্যমে *দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের* উন্নয়ন ঘটাতে কাজ করছে। এই প্রকল্পগুলো সমন্বয় প্রসার করার এবং প্রতিটি সংস্থাকে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের জন্য সহায়ক শক্তিশালী পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ প্রদান করে।

আরো তথ্যের জন্য

www.ilo.org/mnedeclaration
www.mneguidelines.oecd.org
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্মসংস্থান ও শ্রম ইস্যুতে জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত এজেন্সি, যার কাজের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড গ্রহণ, ১৮৭টি সদস্য দেশের সরকার, মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকদেরকে নীতি নির্দেশিকা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করা। আইএলও-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্ম আধিকারের প্রসার ঘটানো, শোভন কাজের সুযোগকে উৎসাহিত করা, সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি করা এবং কাজ-সম্পর্কিত ইস্যুতে সংলাপ শক্তিশালী করা। *www.ilo.org*

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি) হলো পৃথিবীব্যপী সকল মানুষের জন্য উত্তম জীবনের জন্য উত্তম নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা। এর ৩৭টি সদস্য দেশের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ। ওইসিডি'র লক্ষ্য হলো একটি আরো শক্তিশালী, পরিচ্ছন্ন এবং ন্যায্য পৃথিবী গড়ে তোলা। *www.oecd.org*

মানবাধিকার সংক্রান্ত হাই-কমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর) ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের গাইডিং প্রিন্সিপালস এর বিস্তার ও বাস্তবায়নে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল এবং ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ ওয়ার্কিং গ্রুপ-কে সহায়তার মাধ্যমে জাতিসংঘের নিজস্ব ব্যবস্থার মধ্যে ব্যবসা এবং মানবাধিকার কর্মসূচিতে নেতৃত্ব প্রদান করে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ ভৌগলিক প্রতিনিধিত্বের পাঁচজন স্বাধীন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে জাতিসংঘ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত। *www.ohchr.org*

ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, আইএলও এবং ওইসিডি অংশীদারিত্বে
'এশিয়ায় দায়িত্বশীল সরবরাহ চেইন কর্মসূচির' অংশ হিসেবে এই ব্রোশিওর প্রস্তুত করা হয়েছে।

EUROPEAN UNION

ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে

OECD EU ILO